

# କର୍ମ-କୋଶଳ ।

ଭ୍ରାତୃ ବିଟେକାନନ୍ଦ



ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

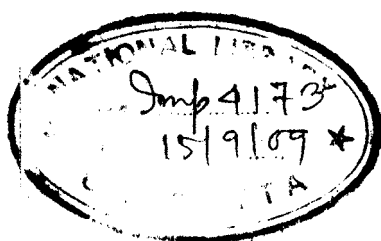
ଆସିନ, ୧୩୩୦

ସମସ୍ତ ସଂପ୍ରଦାନ ]

[ ମୂଲ୍ୟ ୮୦ ଖାଲି ]

ঢাকা,  
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে  
দ্বামী ভূমানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত

27/5/27



**RARE BOOK**

PRINTED BY—

Radhaballav Basak  
At the Narayan Machine Press, Dacca

## কর্ম-কৌশল ।

জীবনে আমি যত মহত্তম শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে একটা এই যে, কর্মের উপায় এবং উদ্দেশ্য উভয়ের প্রতি সমান মনোযোগ দান করিতে হইবে। যাহার নিকট উহা শিখিয়াছি, তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁর নিজ জীবন এই মহান তত্ত্বটির প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ছিল। এই একটা তত্ত্ব হইতে আমি সর্বদাই উচ্চ উচ্চ শিক্ষা পাইতেছি। আর আমার মনে হয় সিদ্ধিলাভের সকল রহস্য ঐ কথাটীতে নিহিত রহিয়াছে—“জেন্ সাধন্ তোন্ সিদ্ধি।”

আমাদের জীবনের প্রধান অসম্পূর্ণতা—আমরা আদর্শেরই প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট ; আমাদের মানস-পটে চরম লক্ষ্যটাই অধিকতর মনোহর, অধিকতর লোভনীয় এবং মহান বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাই আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মগুলির প্রতি একেবারেই লক্ষ্যহীন হইয়া পড়ি।

কিন্তু যখন বিফলতা আসে, বিচারপূর্বক বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, উহাদের শতকরা নিরানব্বইটাই

আমাদের কন্মের উপায়ের প্রতি অমনোযোগের ফল। উপায়টাকে সৰ্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতে, কন্মটী দৃঢ়তার সহিত সম্পন্ন করিতে যথোপযুক্ত মনোযোগ প্রদান— ইহাই আমাদের আবশ্যক। কন্ম ঠিক ঠিক সম্পাদিত হইলে, কন্মফল আসিবেই। ‘কারণ’ই যে ‘কায্য’ উৎপাদন করে, একথা আমরা ভুলিয়া যাই; ফল ত আর স্বয়ং আসিতে পারে না! বীজ যদি ঠিক ঠিক, উপযুক্ত, এবং শক্তিশালী না হয়, ফলও উৎপন্ন হইবে না। একবার লক্ষ্য স্থাপনা হইয়া গেলে, উপায়টী একবার নির্দিষ্ট করিয়া লইলে, উদ্দেশ্যকে একরূপ ছাড়িয়াই দিতে পারা যায়, কেননা আমরা নিশ্চিত জানি, উপায় সুসিদ্ধ হইলে উদ্দেশ্য লাভ হইবেই হইবে। কন্ম ঠিক থাকিলে কন্মফলের জ্ঞান আর ভাবনা নাই, কন্মফল আসিতে বাধ্য। আমাদের আবশ্যক, কন্মের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, কন্মফল আপনা আপনিই আসিয়া যাইবে। কন্মফল কি? বাঞ্ছিত লাভ। উহার উপায় কি? কন্ম। অতএব উপায়ের প্রতি মনোযোগ দানই জীবনের এক মহারহস্য। আমরা গীতায়ও এবিষয় পড়িয়া থাকি এবং শিখিতে পাই যে, আমাদেরকে কন্ম করিতে হইবে, অনবরত সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া কন্ম করিতে হইবে, যে কোন কন্ম করি তাহাতেই সমস্ত মন নিবিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কন্মে

আসক্ত যেন কিছুতেই না হই ; অর্থাৎ কিছুতেই আমা-  
দিগকে কৰ্ম হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না সত্য,  
কিন্তু যখনই ইচ্ছা তখনই কৰ্মটা ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতাও  
আমাদের অবশ্য থাকা চাই।

আমাদের নিজ নিজ জীবন পর্যালোচনা করিলে  
দেখিতে পাই, দুঃখোৎপত্তির একটা প্রধান কারণ এই যে,  
আমরা কৰ্ম বিশেষে হস্তক্ষেপ করি, উহাতেই সমুদয় শক্তি  
প্রয়োগ করি—হয় ত উহা সফল হইবার নয়—কিন্তু  
তথাপি আমরা উহা ছাড়িয়া দিতে পারি না। আমরা  
জানি যে উহাহইতে দুঃখ পাইতেছি, উহাতে আর  
আসক্ত থাকিলে কেবল যন্ত্রণাই বাড়িবে, তবুও আমরা  
উহা হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। ভ্রমর  
মধুপান করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু মধুপাত্রে পা জড়াইয়া  
গেল—সে আর উড়িয়া বাইতে পারিল না। দেখিতে  
পাইতেছি আমরাও বার বার ঐ অবস্থায় পতিত হইতেছি।  
জীবনের রহস্যই ঐ। কেন আমরা এ জগতে আসিয়াছি ?  
আমরা হেথায় মধুপান করিতে আসিয়াছিলাম, এখন  
দেখি, মধুতে আমাদের হাত পা জড়াইয়া গিয়াছে।  
আমরা ধরিতে আসিয়াছিলাম, নিজেরাই ধৃত হইয়াছি।  
আমরা উপভোগ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু নিজেরাই  
উপভুক্ত হইতেছি। আমরা শাসন করিতে আসিয়া-  
ছিলাম কিন্তু আমরাই শাসিত হইতেছি। আমরা কৰ্ম

করিতে আসিয়াছিলাম, আমাদিগকেই কে যেন খাটাইয়া লইতেছে। সর্বদা আমরা এই দেখিতেছি। জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারের ভিতরেও ইহা প্রবেশ করিয়াছে। অপরের মন আমাদের উপর কার্য্য করিতেছে—আর আমরাও সর্বদাই অপরের মনের উপর কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইতেছি। আমরা জীবনে সুখভোগ করিতে চাই, কিন্তু উহাই আবার আমাদের জীবনীশক্তি নাশ করিয়া দেয় ! প্রকৃতির নিকট হইতে আমরা সর্বস্ব আহরণ করিতে চাই, কিন্তু অবশেষে দেখিতে পাই, প্রকৃতিই আমাদিগকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে, সর্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে।

তাহা যদি না হইত, জীবন ত সুখস্বর্ঘ্যে চিরপ্রদীপ্ত থাকিত। তবুও হতাশ হইবার কারণ নাই। বিফলতা এবং সফলতা, হাসি এবং ক্রন্দন—এসব সত্ত্বেও জীবনকে এক অনাবিল আনন্দশ্রোতে পরিণত করা যায়, কেবল যদি আমরা ধরা না পড়িয়া যাই !

দুঃখ দুর্গতির এই এক কারণ—আমরা আসক্ত হইয়া পড়ি, আমরা ধরা পড়িয়া যাই। কাজেই গীতা বলিয়াছেন :—নিয়ত কৰ্ম্ম কর ; কৰ্ম্ম কর কিন্তু আসক্ত হইও না, নিজেকে বন্ধনে ফেলিও না। সমস্ত ব্যাপার হইতে নিজেকে গুটাইয়া লইবার শক্তিটী নিজ হাতে রাখিও। যতই ভালবাসার হউক, হৃদয়ে বসে আকুল

আগ্রহই উহার পানে ধাবিত হউক, উহাকে ছাড়িয়া দিতে  
 অন্তরে বর্তই মর্শবেদনা অনুভব কর না কেন, তথাপি  
 ইচ্ছামাত্রই যেন উহা ছাড়িয়া যাইতে পার, এ শক্তি  
 নিজ হাতে রাখিও। দুর্বলদের হেথায় স্থান নাই, এ  
 জীবনেও নাই, পর জীবনেও নহে। দুর্বলতা হইতেই  
 দাসত্ব। দুর্বলতা হইতেই যাবতীয় দুঃখ দুর্গতির উদ্ভব;  
 শারীরিক, মানসিক, সর্ববিধ দুঃখের কারণ দুর্বলতা।  
 দুর্বলতাই মৃত্যু। আমাদের চারিদিকে হাজার হাজার  
 রোগকীটগু রহিয়াছে, কিন্তু আমরা যদি দুর্বল না হই,  
 আমাদের শরীর যদি পূর্ব হইতেই রোগপ্রবণ হইয়া  
 উহাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না থাকে, তাহা হইলে  
 উহারা আমাদের কোনই অনিষ্ট করিতে পারে না।  
 আমাদের চারিদিকে লক্ষ লক্ষ দুঃখের কীটগু ভাসিয়া  
 বেড়াইতে পারে। তাহাতে ভয় কি? আমাদের  
 নিকটে আসিতে উহারা সাহসই পাইবে না। মন যদি  
 দুর্বল না হয়, আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে  
 উহাদের বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা হইবে না। এ এক মহা  
 সত্য কথা—শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই  
 আনন্দ, অমৃত, নিত্য, প্রাণদ;—দুর্বলতা চিরক্লেশ ও  
 বেদনাদায়ক, দুর্বলতাই মৃত্যু।

আমাদের সমুদয় জ্বের মূল—আসক্তি। আমরা  
 আত্মীয় বন্ধুবান্ধবে আসক্ত, আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি-

মূলক ও ধর্মমূলক কর্মাদিতে আসক্ত, আমরা বাহ্য বিষয়ে আসক্ত—ইহার কারণ আমরা উহা হইতে সুখ লাভ করিতে পারি। আচ্ছা, দুঃখই বা আবার কোথা হইতে আসে? ঐ আসক্তি হইতেই দুঃখেরও উদ্ভব। যদি আমরা স্থায়ী সুখ লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের অনাসক্ত হইতে হইবে। যদি ইচ্ছামাত্রই আমাদের অনাসক্ত হইবার ক্ষমতা থাকিত, দুঃখ দৈন্ত্য কোথায় ঘুচিয়া যাইত। সেই ব্যক্তিই কেবল প্রকৃতি হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক সুখ আদায় করিয়া লইতে পারে, যে যোল আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া কোন বিষয়ে আসক্ত হইতে পারে, অথচ আবশ্যকমাত্রই নিজকে মুক্ত করিয়া লইবারও ক্ষমতা রাখে। মুক্তিলাভ এই, আসক্তি এবং অনাসক্তি, উভয়বিধ ক্ষমতাই তুল্যরূপে থাকা প্রয়োজন। এমনও লোক আছে, যাহারা কখনো কিছুতেই আসক্ত হয় না। তাহারা কখনো ভালবাসিতে পারে না—কঠিন হৃদয়, নির্মম তাহারা, জীবনের অনেক দুঃখ কষ্টের হাত হইতে বাঁচিয়া যায় বটে, কিন্তু দেয়ালেরও ত দুঃখকষ্টের অনুভব নাই, দেয়ালও ত কাহাকেও ভালবাসে না, বেদনাও পায় না; তবুও উহা দেয়ালই মাত্র। নিশ্চয়ই, অসুস্থ হইয়া বন্ধ হওয়াও বরং ভাল—তবুও পাবাণ-প্রাচীর হওয়া ভাল নয়। অতএব যে ব্যক্তি কখনও ভালবাসে না, যে কঠিন পাবাণ, সে যেমন জীবনের অনেক দুঃখ-



দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা পায়, তেমনি জীবনের আনন্দ হইতেও সে বঞ্চিত হয়। আমরা ওরূপ হইতে চাহি না, উহা দুর্বলতার চিহ্ন, উহা মৃত্যু। তাহার আত্মা কখনই জাগ্রত হন নাই, যে ব্যক্তি কখনও দুর্বলতা অনুভব করে নাই, দৈন্ত্র্য অনুভব করে নাই। উহা জড়ের ধর্ম। আমরা উহা চাহি না।

অতএব ভিখারী হইও না, অনাসক্ত হও। ইহাই জীবনের সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর কাজ। এ পথের বিপদ তোমরা গণনা কর না। বুদ্ধির দ্বারা বাধাবিঘ্নগুলির বিষয় স্বীকার করিয়া লইলেও, স্বয়ং না অনুভব করিলে আমরা উহাদিগকে ষথার্থ বুঝিতে পারি না। দূর হইতে একটা বাগান দেখিয়া, আমরা উহার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইতে পারি; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? আমরা উহাকে বুঝিতে পারি, ঠিক ঠিক জানিতে পারি তখন, যখন আমরা উহার ভিতরে যাই। যদি চেষ্টামাত্রেরই অকৃতকাব্য হই, যদি দীর্ঘ বিদীর্ণ হইয়া রক্তাক্ত কলেবরও হই—তথাপি, এ সকলের ভিতরেও আমাদের হৃদয়টা রক্ষা করিতে হইবে, এ সব প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও আমাদের আত্মাকে আমাদের দিব্যভাবে বিকাশ করিতে হইবে। প্রকৃতি চাহে, আমরা প্রতিক্রিয়া করি, আঘাতের পরিবর্তে আঘাত ফিরাইয়া দেই, বঞ্চনার প্রতিদানে বঞ্চনা করি, মিথ্যার বদলে মিথ্যা বলি—

মর্কশক্তিতে প্রত্যাঘাত করি। তখন আঘাতের পরিবর্তে আঘাত ফিরাইয়া না দেওয়া, সংযত পাকা, অনাসক্ত থাকার জন্ত আমাদের দেবজ্বলন্ত শক্তিপ্রকাশ প্রয়োজন।

প্রতিদিনই আমরা অনাসক্ত হইবার জন্ত নূতন করিয়া দৃঢ়পণ করি। আমরা পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক আমাদের অতীত ভাগবাসার ও অসক্তির বিষয়গুলি দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, উহাদের প্রত্যেকটাই আমাদের কিস্তি হ্রাস প্রদান করিয়াছে, ঐ ‘ভাগবাসার’ দরুণ আমরা কি গভীর তমোসাগরে ডুবিয়াছিলাম! নিজেকে যেন অপরের কেনা গোলাম করিয়া ফেলিয়াছিলাম, কি অতল তলেই আমরা নিমজ্জিত হইয়াছিলাম! আবার আমরা নূতন করিয়া প্রতিজ্ঞা করি, “আজ হইতে আমি নিজেই নিজের প্রভু হইব, আজ হইতে আমি আত্মসংযম লাভ করিব।” কিন্তু সময় আসিলেই আবার সেই সেই। মন আবার বাঁধা পড়িয়া যায়, আর বাহিরে যাইতে পারে না। ‘পাখী জালে পড়ে এবং বাহির হইবার জন্ত ছট ফট করে। এই আমাদের জীবন।

আমি জানি, প্রতিবন্ধকগুলি কিস্তি ভীষণ; আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই উৎসাহহীন ও হতাশ হইয়া পড়ে। সময়ে আমরা নিরাশাবাদী হইয়া প্রায়ই সরলতা, প্রেম এবং বাহ্য কিছু মহৎ এবং উদার

তৎসমস্তেই বিশ্বাসহীন হইয়া পড়ি। তাই এমন অনেক লোক দেখিতে পাই, যাহারা হয়ত তরুণ জীবনে ক্ষমাশীল, দয়ালু, সরল এবং অকপট ছিল, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে মনুষ্য-আধারে একটী মিথ্যার পুটলীমাত্র হইয়া গিয়াছে। তাদের মন একটী জটিলতার স্তপ। হইতে পারে উহার অনেকটা বাহ্যিক চালমাত্র, ইহা খুব সম্ভব। হইতে পারে তাহারা কড়া মেজাজের লোক নয়, তাহারা হাঁকডাক্ করে না; কিন্তু হাঁকডাক্ করিলেই বরং তাহাদের পক্ষে ভাল ছিল। তাহাদের হৃদয়ে শুকাইয়া গিয়াছে, তাই তাহারা উচ্চবাচ্য করে না। তাহারা কাহাকেও গালি দেয়না, কাহারও উপর রাগ করে না; কিন্তু তাহাদের যদি রাগ করিবার শক্তি থাকিত তাহা হইলেই বরং ভাল ছিল। তাহারা যদি অভিশাপ করিতে পারিত, তাহাই তাহাদের পক্ষে সহস্রগুণে ভাল ছিল। তাহারা উহা পারেই না। মৃত্যুর হিম হস্তাবলম্বে তাহাদের হৃদয় অসাড়। উহা একটী অভিসম্পাত উচ্চারণ করিয়া অথবা একটী কটু কথা কহিয়াও শক্তির পরিচয় দিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

আমাদিগকে এসকল দূরপরিহার করিতে হইবে। তাই বলি আমাদিগকে দেবাতীত শক্তি লাভ করিতে হইবে। মনুষ্যাতীত শক্তিও পর্যাপ্ত নহে। দেবজ্বলন্ত শক্তিই একমাত্র উপায়, উদ্ধারের একমাত্র পথ।

কেবল ঐরূপ শক্তিদ্বারাই আমরা সকল জটিলতা ভেদ করিতে, দুঃখহর্গতির সকল ঝড় বাপ্টার ভিতর দিয়া অক্ষতদেহে চলিয়া যাইতে সক্ষম হইব। আমাদের শরীর ষণ্ডশঃ বিভক্ত হইতে পারে, উহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু হৃদয় আমাদের দিন দিন উদারতা এবং মহানুভবতা লাভ করিবেই করিবে।

অত্যন্ত শক্ত কথা বটে। কিন্তু নিয়ত অভ্যাসদ্বারা আমরা এসকল বাধা অতিক্রম করিতে পারি। এই কথাটি আমাদের শিখিতে হইবে যে, পূর্বানুকূলতা না পাইলে কিছুতেই আমাদের কিছু করিতে পারে না। এইমাত্র বলিয়াছি যে, আমার শরীর যদি রোগপ্রবণ না হয়, কোন পীড়া আমার নিকটেই আসিতে পারেনা। ব্যারাম শুধু রোগ-জীবগুর উপর নির্ভর করে না, শরীরও রোগপ্রবণ হওয়া চাই। যাহা আমরা পাইবার উপযুক্ত, কেবল তাহাই আমরা পাইয়া থাকি। অহর্মকা ভুলিয়া এইটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্ যে, কখনও আমরা অথবা দুঃখ পাই না। অথবা একটী আঘাতও পাইনাই; এমন একটী অমঙ্গলও ঘটে নাই, যাহার জ্ঞান আমি পূর্ব হইতেই নিজহাতে পথ পরিকার করিয়া না রাখিয়াছি। এই কথাটি আমাদের বুঝা উচিত। নিজ নিজ জীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, দেখিবে বহু আঘাত তুমি পাইয়াছ, তাহা তুমি পাইবারই উপযুক্ত; উহা পাইবার জ্ঞান নিজকে

প্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছিলে। তুমি নিজে অর্ধেক করিয়াছিলে, বহির্জগত অপর অর্ধেক করিয়াছে—এই ভাবে আঘাতটা পাইয়াছ। এ কথাটা বুঝিলেই আমরা অনেকটা শান্ত হইব। সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ বিশ্লেষণ হইতে আমরা একটা বিশেষ আশার বাণীও শুনিতে পাইব। সে আশার বাণীটি এই :—“বহির্জগতের উপর আমার কোনরূপ আধিপত্য নাই ; কিন্তু বাহা আমার ভিতরে আছে, বাহা আমার নিকটতর, বাহা আমার নিজ জগৎ, তাহা আমার অধীন। যদি বিফলতার জন্ত দুইটীরই প্রয়োজন, আনাকে আঘাত করিতে যদি এই দুইটীরই একত্র সমাবেশ আবশ্যক, আমার নিজহাতে বাহা আছে তাহা আমি দিতেছি না, দেখি আঘাত কেমন করিয়া আসে। যদি নিজের উপর পূর্ণ প্রভুত্ব লাভ করি, আঘাত কখনই আসিবে না।”

শিশুকাল হইতে সর্বদাই আমরা অপরের উপর, বাহিরের কোন ব্যাপারের উপর, দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমরা সর্বদাই অপরকে শুধরাইবার জন্ত দণ্ডায়মান, নিজকে শুধরাইতে চাহি না। যদি হৃৎখণ্ডভোগ করি, অমনি বলিয়া উঠি “এ জগৎটা দানবের করুনা।” আমরা অপরকে গালি দেই, বলি “কি আহান্নক ! কি মূর্খ !” কিন্তু আমরা যদি বাস্তবিকই এত ভাল, তবে এজগতে আমাদের বাস কেন ? এ যদি

সমতানেরই জগৎ, তবে আমরাও সমতান নিশ্চিত, তাহা না হইলে এখানে আসিব কেন ? “অহো ! জগতের লোক কি স্বার্থপর ।” ঠিক কথা, কিন্তু আমরা যদি তাহাদের অপেক্ষা বড় ভাল, তবে তাহাদের সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছি কেন ? এই কথাটা বেশ চিন্তা করিয়া দেখ দেখি ।

যাহা পাইবার উপযুক্ত, আমরা তাহাই পাই । যখনই বলি জগতের লোক অসৎ, আমরা বড় ভাল, তখনই মিছে কথা বলি । তা কি কখনও হয় ? ও কথা বলা, আর নিজকে নিজে ঘোর মিছে কথা বলা একই ।

তবে চাই কি ? চাই ভালবাসিবার ঐ মহতী শক্তি, অহুরাগের ঐ প্রবল শক্তি, অপরের জন্য আত্মহারা হইয়া, নিজ অস্তিত্ব পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া সমস্ত মনপ্রাণ বস্তুবিশেষে ঢালিয়া দিবার শক্তি । ঐরূপ দিবা শক্তিই চাই ; কেবল তাহাই নয়, দেবতাদিগের অপেক্ষাও আমরা উন্নত হইতে চাই । পূর্ণ মানব তাঁহার সমস্ত মনপ্রাণ ভালবাসার বস্তুটীতে অর্পণ করিতে পারেন—কিন্তু তবুও তিনি অনাসক্ত । ইহা কি প্রকারে হয় ? আর একটা রহস্য আমরাগকে শিখিতে হইবে ।

ভিখারী কখনও স্বথী হইতে পারে না । ভিখারী একমুষ্টি ভিক্ষা পায়, সঙ্গে সঙ্গে পায় ঘৃণামিশ্র করুণা ; অন্ততঃ পশ্চাতে এ ভাবটা থাকে যে ভিখারী অতি হীন

জীব। ভিখারী যাহা পায় তাহাতে তাহার প্রকৃত আনন্দ হয় না।

কিন্তু আমরাও সবাই যে ভিক্ষুক। আমরা যাহা কিছু করি, তাহারই একটা প্রতিদান চাই। আমরা সবাই যে দোকানদার। আমরা গ্রাণের দোকানদার, পুণ্যের দোকানদার, ধর্মের দোকানদার। হায়! আমরা যে প্রেমেরও দোকানদার।

যদি ব্যবসায়ই করিতে আসিয়া থাক, যদি দেনা পাওনার ব্যাপার হয়, যদি ক্রয় বিক্রয়ের প্রশ্ন হয়—বাজারের হাল মানিয়া চল। কখনও বাজার মন্দা হয়, কখনও বা সুসময় পড়ে। কখনও দাম কমে, কখনও দাম চড়ে; সর্বদাই শঙ্কান্বিত হইয়া থাকিতে হয়। এ বেন আর্শিতে মুখ দেখা। আর্শিতে মুখের ছায়া পড়িয়াছে—দ্রুত কর, আর্শিতেও তাহাই দেখিতে পাইবে; হাস, আর্শিও হাসিবে। ইহাই বিকিকিনি, দেনা পাওনার রীতি।

আমরা বদ্ধ হইয়া পড়ি। কেন? আমরা দিতে যাইয়া বদ্ধ হই না, প্রত্যাশা করিয়াই ধরা পড়ি। ভালবাসার বিনিময়ে আমরা দুঃখ পাই। কেন? আমরা যে ভালবাসি তাহাতে নয়, আমরা যে ভালবাসার প্রতিদানে ভালবাসা চাই, সেই জন্তই বেদনা পাই। কিছু চাহিবার না থাকিলে, দুঃখও থাকে না। বাসনা,

অভাব বোধ, ইহাই সমস্ত দুঃখের জনক । বাসনা লাভ  
লোকসানের নিয়মাবলী । বাসনা হইতে দুঃখ আসিবেই ।

অতএব প্রকৃত সফলতা লাভের, শাস্ত্রত অর্থ লাভের  
এই এক মহারহস্য । যে কোনরূপ প্রতিদান চাহে না, যে  
সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, সেই সর্বাপেক্ষা সফলকাম । এ কথা  
যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় । আমরা কি জানি না  
যে, জীবনে নিঃস্বার্থ লোককেই সকলে বঞ্চনা করে,  
সকলে কষ্ট দেয় ? অপাততঃ মনে হয়, হাঁ, তাইত ।  
“খুঁটে নিঃস্বার্থ ছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁকে ক্রুশে বন্ধ করিয়া  
মারিয়াছিল ।” সত্য বটে ;—কিন্তু আমরা ইহাও জানি,  
তাঁহার নিঃস্বার্থতাই কত বড় একটা বিজয়ক্রীড়ার সূচনা  
করিয়াছে, কোটি কোটি নরনারীর জীবনকে প্রকৃত  
সাক্ষ্যের আশীষ-মুকুটে মণ্ডিত করিয়াছে ।

কিছু চাহিও না ; প্রতিদানে কিছুই কামনা করিও  
না । যাহা দিবার আছে দিয়া যাও ; পুনরায় উহা  
তোমাতেই ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে কথা এখন চিন্তা  
করিও না । সহস্র গুণে উহা ফিরিয়া পাইবে, কিন্তু সে  
দিকে নজর মোটেই দিও না । তথাপি দিবার শক্তি রাখ,  
দাও, বাস । জান যে সমুদয় জীবনটাই একটা দেওয়ার  
ব্যাপার ; শিখ যে প্রকৃতি তোমার নিকট হইতে জোর  
করিয়া আদায় করিয়া লইবে । তাই, স্বেচ্ছায় দান করিয়া  
যাও । আজ হোক, কাল হোক, দিতে ত হইবেই ।



জীবনে জমাইতে আসিয়াছ। হাত আকড়াইয়া সমস্ত  
 জিনিষ ধরিয়া রাখিতে চাঁও। কিন্তু প্রকৃতি তোমার  
 গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া, হাতের মুঠি খুলিয়া লইবে।  
 ভুমি ইচ্ছা কর, আর না কর, তোমাকে দিতেই হইবে।  
 যখনই বল, 'দিব না' তখনই ঘা খাও, বেদনা পাও।  
 এমন কেহই নাই, যে বাধ্য হইয়া পরিশেষে সৰ্ব্বস্ব দান  
 না করিয়া থাকিতে পারিবে। এ নিয়মের বিরুদ্ধে যে  
 যতই উত্তম করিবে, সে ততই নিজকে দীনহীন বোধ  
 করিবে। সাহস করিয়া দান করিতে পারি না, প্রকৃতির  
 এ বিপুল দাবি পূরণ করিতে আমাদের যথেষ্ট নির্ভর-  
 শীলতা নাই, তাই আমরা দুঃখ পাই, দৈন্ত বোধ করি।  
 অরণ্য চলিয়া যায়, বিনিময়ে পাই উত্তাপ। সূর্য্য সাগর  
 হইতে জল শুষিয়া লয়, ফিরাইয়া দেয় বারিধারা। তুমিও  
 একটা লেনা দেনার যন্ত্র; ফিরাইয়া দিবার জন্তই  
 তোমার গ্রহণ। অতএব প্রতিদানে কিছুই চাহিও না;  
 কিন্তু যতই দান করিবে, ততই তোমার নিকট আসিবে।  
 এই ঘরের বাতাস যত শীঘ্র শূন্য করিয়া ফেলিতে পারিবে,  
 তত শীঘ্রই বাহিরের বাতাস আসিয়া ইহাকে পূর্ণ করিবে।  
 আর যদি সমস্ত গবাক্ষ, দ্বার, সমস্ত রুদ্ধ বন্ধ করিয়া রাখ,  
 তবে ভিতরে যাহা আছে তাহাই থাকিবে, বাহিরের কিছুই  
 কখনও প্রবেশ করিবে না। ভিতরে যাহা আছে তাহা  
 বন্ধ, দূষিত এবং বিবাক্ত হইয়া যাইবে। নদী নিম্নতই

আপনাকে সাগরে চালিয়া দিতেছে, আবার সর্বদাই ভরিয়া উঠিতেছে। সাগরে বাহির হইবার এই পথটা বন্ধ করিও না। যে মুহূর্ত্তে ওরূপ করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু।

এইটাই প্রথম পাঠ। এইটাই শিক্ষা কর। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর, বাহিরের কিছুকেই অতিসম্পাত করিবে না, পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবে না। মানুষ হও। উঠ, দাঁড়িয়ে উঠে বল 'সব দোষ আমার'। সর্বদা দেখিবে এ সত্য কথা। আপনার উপর প্রভুত্ব লাভ কর।

লজ্জার বিষয় নয় কি, এই মুহূর্ত্তে আমরা আমাদের নম্রাঙ্গের কত লম্বা লম্বা বুলি ঝাড়ি, বলি আমরা দেবতা, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নির্দোষ, নিরঞ্জন ও জগতে সর্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ জাত ; আর তার পর মুহূর্ত্তেই ফুলের ঘায়ে রুখে' উঠি, হরে-প্যালা-পঞ্চার দুটো কথায় নরনাহত হই; রাত্তা হইতে যে কোন একটা আহাম্মক আসিয়া, এই 'দেবতা'দিগকে দীনহীন ত্রিয়মান করে। আমরা যদি তেমন দেবতাই হইব, তবে ইহা সম্ভব হইত কি ? সত্য সত্যই কি জগতের দোষ ? ভগবান, যিনি সর্বাপেক্ষা পবিত্র, সর্বাপেক্ষা মহান্, তাঁর কি আমাদের কোনরূপ বজ্জাতিতে দুঃখ বোধ হয় ? তুমি যদি এতই নিঃস্বার্থ, তুমি ত ভগবন্তুল্য। ত্রিজগতে কে তোমায় দুঃখ দেয় ? তুমি যে পাতালপুরী হইতেও অনাহত, অক্ষতদেহে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু এই যে অভিযোগ কর, বহি-

জগতের উপর দোষ চাপাইতে চাও, শুদ্ধ ইহাতেই  
 বুঝা যায় যে, তোমার বাহ্য জগতের হুঁস্ বশ আছে—  
 আর তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, তুমি বাহ্য বলিয়া নিজকে  
 প্রচার কর, তাহা তুমি নও। উহাতে নিজদোষ আরও  
 বৃদ্ধিই করিতেছ মাত্র। বহির্জগত তোমাকে আহত  
 করিতেছে, এ কল্পনা করিয়া, হাঁকিয়া ডাকিয়া “এ  
 সমতানসৃষ্ট জগৎ” “এ আমার মারিল”, “ও আমার আঘাত  
 করিল” ইত্যাদি বলিয়া আরও রাশি রাশি ছুঃখের  
 বোঝা নিজ ঘাড়ে চাপাইতেছ। এ যে আবার দৈন্তের  
 উপর মিথ্যা কথা।

নিজের ঘর সামলাইয়া চল। সেইটুকুই আমরা  
 পারি; পূরের খবরদারি কিছুদিনের জন্য ছাড়িয়া দাও।  
 এস, উপায়টা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করি, উদ্দেশ্যলাভ আপনা  
 আপনিই হইবে। কেননা, কেবল আমরা নিজেরা  
 শুদ্ধ এবং পবিত্র হইলেই জগৎও শুদ্ধ এবং পবিত্র  
 হইতে পারে। উহাই উদ্দেশ্য, আর আমাদের নিজ  
 নিজ জীবন উহার উপায়। অতএব আমরা বাহ্যে  
 পবিত্র হই, পূর্ণ হই, চল তাহাই করি। \*

---

\* ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লস এঞ্জেলিসে প্রদত্ত ‘Work And  
 Its Secret’ নামক বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। বক্তৃতাটি মায়াবত্তী  
 অষ্টোত্তম হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী হইতে গৃহীত।

সম্পূর্ণ।

## WORK AND ITS SECRET.

১। “প্রীতি, অধ্যাক্ষিগের আজ্ঞাবহতা, সহিষ্ণুতা ও একান্ত পবিত্রতাই \* \* \* একতা রক্ষার একমাত্র কারণ।”

২। “সর্বাপেক্ষা উদ্দেশ্যের একতা ঐক্য-বন্ধনের প্রধান কারণ।”

৩। “আজ্ঞাবহতাই কার্যকারিতার প্রধান সহায়। অতএব প্রাণভয় পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। সকল দুঃখের মূল ভয়। ভয়ই মহাপাপ—সেই ভয় একেবারেই ছাড়িতে হইবে।”

স্বামী বিবেকানন্দ।

## WORK AND ITS SECRET.

( *Delivered at Los Angeles, California,  
January 4, 1900.* )

One of the greatest lessons I have learned in my life is, to pay as much attention to the means of work as to its end. He was a great man from whom I learned it, and his own life, was a practical demonstration of this great principle. I have been always learning great lessons from that one principle ; and it appears to me that all the secret of success is there :—to pay as much attention to the means as to the end.

Our great defect in life is, that we are so much drawn to the ideal ; the goal is so much more enchanting, so much more alluring, so much bigger in our mental horizon, that we lose sight of the details, altogether.

But whenever failure comes, if we analyse it critically, in ninety-nine per cent of cases, we shall find that it was, because we did not pay attention to the means. Proper attention to the finishing, strengthening, of the means, is what we need. With the means all right, the end must

REAR BOOK

Imp 4173 dl-15191 v9

come. We forget that it is the cause that produces the effect ; the effect cannot come by itself ; and unless the causes are exact, proper and powerful, the effect will not be produced. Once the ideal is chosen and the means determined, we may almost let go the ideal ; because, we are sure it will be there when the means are perfected. When the cause is there, there is no more difficulty about the effect, the effect is bound to come. If we take care of the cause, the effect will take care of itself. The realisation of the ideal, is the effect. The means are the cause ; attention to the means, therefore, is the great secret of life. We also read this in the Gita and learn that we have to work, constantly work with all our power ; to put our whole mind in the work, whatever it be, that we are doing. At the same time, we must not be attached. That is to say, we must not be drawn away from the work by anything else ; still, we must be able to quit the work whenever we like.

If we examine our own lives, we find that the greatest cause of sorrow, is this : we take up something, and put our whole energy on it ;—perhaps it is a failure, and

yet we cannot give it up. We know that it is hurting us ; that any further clinging to it, is simply bringing misery on us ; still, we cannot tear ourselves away from it. The bee came to sip the honey, but its feet stuck to the honey-pot and it could not get away. Again and again, we are finding ourselves in that state. That is the whole secret of existence. Why are we here ? We came here to sip the honey, and we find our hands and feet sticking to it. We are caught, though we came to catch. We came to enjoy ; we are being enjoyed. We came to rule ; we are being ruled. We came to work ; we are being worked. All the time, we find that. And this comes into every detail of our life. We are being worked upon by other minds, and we are always struggling to work on other minds. We want to enjoy the pleasures of life ; and they eat into our vitals. We want to get everything from nature, but we find in the long run that nature takes everything from us,—depletes us, and casts us aside.

Had it not been for this, life would have been all sunshine. Never mind ! With all its failures and successes, with all

its joys and sorrows, it can be one succession of sunshine, if we only are not caught.

That is the one cause of misery : we are attached ; we are being caught. Therefore, says the Gita : work constantly ; work, but be not attached ; be not caught. Reserve unto yourself the power of detaching yourself from everything, however beloved, however much the soul might yearn for it, however great the pangs of misery you feel if you were going to leave it ; still, reserve the power of leaving it whenever you want. The weak have no place here, in this life or in any other life. Weakness leads to slavery. Weakness leads to all kinds of misery, physical and mental. Weakness is death. There are hundreds of thousands of microbes surrounding us, but they cannot harm us unless we become weak, until the body is ready and predisposed to receive them. There may be a million microbes of misery, floating about us. Never mind ! They dare not approach us ; they have no power to get a hold on us, until the mind is weakened. This is the great fact : strength is life ; weakness is death. Strength is felicity,



life eternal, immortal ; weakness is constant strain and misery : weakness is death.

Attachment is the source of all our pleasures. We are attached to our friends, to our relatives ; we are attached to our intellectual and spiritual works ; we are attached to external objects, so that we may get pleasure from them. What, again, brings misery but this very attachment ? We have to detach ourselves to earn joy. If only we had power to detach ourselves at will, there would not be any misery. That man alone will be able to get the best of nature, who, having the power of attaching himself to a thing with all his energy, has also the power to detach himself when he should do so. The difficulty is, that there must be as much power of attachment as that of detachment. There are men who are never attracted by anything : they can never love ; they are hard-hearted and apathetic ; they escape most of the miseries of life. But the wall never feels misery ; the wall never loves, is never hurt ; but it is the wall, after all. Surely it is better to be attached and

caught, than to be a wall. Therefore the man who never loves, who is hard and stony, escaping most of the miseries of life, escapes also its joys. We do not want that : that is weakness ; that is death. That soul has not been awakened that never feels weakness, never feels misery ; that is a callous state. We do not want that.

At the same time, we not only want this mighty power of love, this mighty power of attachment, the power of throwing our whole soul upon a single object, losing ourselves and letting ourselves be annihilated, as it were, for other souls—which is the power of the gods : but we want to be higher even than the gods. The perfect man can put his whole soul upon that one point of love, yet he is unattached. How comes this ? There is another secret to learn.

The beggar is never happy. The beggar only gets a dole, with pity and scorn behind it ; at least with the thought behind, that the beggar is a low object. He never really enjoys, what he gets.

We are all beggars. Whatever we do,

we want a return. We are all traders. We are traders in life, we are traders in virtue, we are traders in religion. Alas ! we are also traders in love.

If you come to trade, if it is a question of give-and-take, if it is a question of buy-and-sell, abide by the laws of buying and selling. There is a bad time and there is a good time ; there is a rise and a fall in prices : always, you expect the blow to come. It is like looking at the mirror. Your face is reflected : you make a grimace—there is one in the mirror ; if you laugh, the mirror laughs. This is buying and selling, giving and taking.

We get caught, how ? Not by what we give, but by what we expect. We get misery in return for our love ; not from the fact that we love, but from the fact that we want love in return. There is no misery where there is no want. Desire, want, is the father of all misery. Desires are bound by the laws of success and failure. Desires must bring misery.

The great secret of true success, of true happiness, then, is this : the man who asks for no return, the perfectly unselfish

man, is the most successful. It seems to be a paradox : do we not know that every man who is unselfish in life gets cheated, gets hurt ? Apparently, yes. "Christ was unselfish, and yet he was crucified." True ; but we know that His unselfishness is the reason, the cause of a great victory,—the crowning of millions upon millions of lives with the blessings of true success.

Ask nothing ; want nothing in return. Give what you have to give : it will come back to you,—but do not think of that now. It will come back multiplied a thousandfold,—but the attention must not be on that. Yet have the power to give : give, and there it ends. Learn that the whole of life is giving ; that Nature will force you to give. So, give willingly. Sooner or later you will have to give up. You come into life to accumulate. With clenched hands, you want to take. But Nature puts a hand on your throat and makes your hands open. Whether you will it or not, you have to give. The moment you say, "I will not," the blow comes ; you are hurt. None is there but will be compelled, in the long run, to give

up everything. And the more one struggles against this law, the more miserable he feels. It is because we dare not give, because we are not resigned enough to accede to this grand demand of Nature, that we are miserable. The forest is gone, but we get heat in return. The sun is taking up water from the ocean, to return it in showers. You are a machine for taking and giving : you take, in order to give. Ask, therefore, nothing in return ; but the more you give, the more will come to you. The quicker you can empty the air out of this room, the quicker it will be filled up by the external air ; and if you close all the doors and every aperture, that which is within will remain, but that which is outside, will never come in, and that which is within will stagnate, degenerate, and become poisoned. A river is continually emptying itself into the ocean and is continually filling up again. Bar not the exit into the ocean. The moment you do that, death seizes you.

Be, therefore, not a beggar ; be unattached. This is the most terrible task of life ! You do not calculate the dangers on the path. Even by intellectually

recognising the difficulties, we really do not know them until we feel them. From a distance we may get a general view of a park : well, what of that ? We feel and really know it when we are in it. Even if our every attempt is a failure, and we bleed and are torn asunder, yet, through all this, we have to preserve our heart—we must assert our godhead in the midst of all these difficulties. Nature wants us to react, to return blow for blow, cheating for cheating, lie for lie, to hit back with all our might. Then it requires a super-divine power, not to hit back, to keep control, to be unattached.

Every day we renew our determination to be unattached. We cast our eyes back and look at the past objects of our love and attachment, and feel how every one of them made us miserable ; we went down into the depths of despondency, because of our 'love' ! We found ourselves mere slaves in the hands of others, we were dragged down and down. And we make a fresh determination : "Henceforth, I will be master of myself ; henceforth, I will have control over myself." But the time comes

and the same story once more ! Again, the soul is caught and cannot get out. The bird is in a net, struggling and fluttering. This is our life.

I know the difficulties ; tremendous they are ; and ninety per cent of us become discouraged and lose heart and in our turn, often become pessimists and cease to believe in sincerity, love, and all that is grand and noble. So, we find men who in the freshness of their lives have been forgiving, kind, simple, and guileless, become in old age, lying masks of men. Their minds are a mass of intricacy. There may be a good deal of external policy, possibly ; they are not hot-headed ; they do not speak, but it would be better for them to do so ; their hearts are dead and therefore they do not speak. They do not curse, nor become angry ; but it would be better for them to be able to be angry ; a thousand times better, to be able to curse. They cannot. There is death in the heart, for cold hands have seized upon it, and it can no more act, even to utter a curse ; even to use a harsh word.

All this we have to avoid : therefore I say,

we require super-divine power. Superhuman power is not strong enough. Super-divine strength is the only way ; the one way out. By it alone we can pass through all these intricacies, through these showers of miseries, unscathed ; we may be cut to pieces, torn asunder, yet our hearts must grow nobler and nobler all the time.

It is very difficult, but we can overcome the difficulty by constant practice. We must learn that nothing can happen to us, unless we make ourselves susceptible to it. I have just said, no disease can come to me until the body is ready ; it does not depend alone on the germs, but upon a certain predisposition which is already in the body. We get only that for which we are fitted. Let us give up our pride and understand this, that never is misery undeserved. There never has been a blow undeserved ; there never has been an evil for which I did not pave the way with my own hands. We ought to know that. Analyse yourselves and you will find that every blow you have received, came to you because you prepared yourselves for it. You did half and the external world did the other half :



that is how the blow came. That will sober us down. At the same time, from this very analysis will come a note of hope, and the note of hope is : "I have no control over the external world ; but that which is in me and nearer unto me, my own world, is in my control. If the two together, are required to make a failure ; if the two together, are necessary to give me a blow, I will not contribute the one which is in my keeping and how then can the blow come ? If I get real control over myself, the blow will never come."

We are all the time, from our childhood, trying to lay the blame upon something outside ourselves. We are always standing up to set right other people, and not ourselves. If we are miserable, we say, "Oh, the world is a devil's world". We curse others and say, "What infatuated fools !" But why should we be in such a world, if we really are so good ? If this is a devil's world, we must be devils also ; why, else, should we be here ? "Oh, the people of the world are so selfish !" True enough ; but why should we be found in that company, if we be better ? Just think of that.

We only get what we deserve. It is a lie, when we say, the world is bad and we are good. It can never be so. It is a terrible lie we tell ourselves.

This is the first lesson to learn : be determined not to curse anything outside, not to lay the blame upon any one outside : but be a man. Stand up ! Lay the blame on yourself. You will find that is always true. Get hold of yourself !

Is it not a shame, that at one moment we talk so much of our manhood, of our being gods ; that we know everything, we can do everything, we are blameless, spotless, the most unselfish people in the world ; and at the next moment a little stone hurts us ; a little anger from a little Jack wounds us ; any fool in the street makes "these gods" miserable ! Should this be so if we are such gods ? Is it true that the world is to blame ? Could God, who is the purest and the noblest of souls, be made miserable, by any of our tricks ? If you are so unselfish, you are like God. What world can hurt you ? You would go through the seventh hell unscathed, untouched. But the very fact that you complain, and want to lay the

blame upon the external world, shows that you feel the external world,—the very fact that you feel, shows that you are not what you claim to be. You only make your offence, greater, by heaping misery upon misery, by imagining that the external world is hurting you, and crying out, "Oh, this devil's world ! This man hurts me ; that man hurts me !" and so forth. It is adding lies to misery.

We are to take care of ourselves. That much we can do ; and give up attending to others, for a time. Let us perfect the means ; the end will take care of itself. For the world can be good and pure, only if our lives are good and pure. It is an effect ; and we are the means. Therefore, let us purify ourselves. Let us make ourselves perfect.

---

THE END